ইউনিট ৯

বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যান
(Published Statistics of Bangladesh)

ভূমিকা

তথ্যের উৎস বলতে পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিসমূহ সুবিন্যস্তভাবে প্রয়োগ করে তথ্য প্রাপ্তির উপযুক্ত ক্ষেত্রকে বুঝায়। তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্র যে কোন নির্বাচিত স্থানে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যর উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত করা যায়। তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্র হতে পারে সরকারী, বেসরকারী, গবেষণামূলক সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্র তথা প্রকাশিত অপ্রকাশিত সকল রিপোর্ট। এছাড়া আমরা তথ্য অনুসন্ধান করে থাকি শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, লোক সংখ্যার তথ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে। তাই তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রসমূহ হতে পারে বিভিন্ন দেশ, এলাকা, বহি:বিশ্ব ইত্যাদি। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অবস্থার তথ্য সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশিত করা হলে তাকে বলা যায় বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যান। তথ্য হতে পারে সরকারী বা আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় গবেষনা প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, বাণিজ্যিক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও পরিসংখ্যানগত তথ্য প্রকাশ করে থাকে।

উদ্দেশ্য

এ ইউনিট শেষে আপনি বলতে পারবেন–

- ☞ বাংলাদেশে পরিসংখ্যান তথ্যের উৎস;
- ☞ প্রকাশিত পরিসংখ্যানের শ্রেণী বিভাগ;
- ☞ জরিপ ও আদম শুমারীর মধ্যে পার্থক্য;
- ☞ উৎকর্ষতা ও উৎকর্ষতা বিকাশের কতিপয় সুপারিশ;
- ☞ বাংলাদেশের সর্বশেষ আদম শুমারী।

পাঠ-৯.১ বাংলাদেশে পরিসংখ্যান তথ্যের উৎস (Source of Published statistics in Bangladesh)

ভূমিকা

পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনার জন্য ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সরকার "বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো গঠন করে। এ বিভাগটি পরিসংখ্যানের বিভিন্ন কার্য যেমন- তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রকাশ করে। তাছাড়া জাতীয় পর্যায়ে পরিসংখ্যানগত গবেষণা, নীতি প্রণয়নের ও উন্নয়নের নিমিত্তে ১৯৭৭ সালে সরকার অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় পরিসংখ্যান কাউন্সিল গঠন করে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও মন্ত্রণালয় সরকারী বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে থাকে। বর্তমান পাঠে আমরা পরিসংখ্যান তথ্যের উৎস ও বিভিন্ন সরকারী কার্যক্রম, প্রকাশিত রিপোর্ট পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি বলতে পারবেন–

- ☞ পরিসংখ্যান তথ্যের উৎস;
- ☞ পরিসংখ্যানগত তথ্য কিভাবে প্রকাশিত হয়;
- ☞ মাধ্যমিক তথ্য ও প্রাথমিক তথ্য সম্পর্কে।

বাংলাদেশে পরিসংখ্যান তথ্যের উৎস: বাংলাদেশের বিভিন্ন অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা সরকারী উন্নয়ণ কাজে নিয়োজিত যে সব সরকারী প্রতিষ্ঠান তৎসংলগ্ন পরিসংখ্যানিক তথ্যাদি সংকলন ও প্রকাশ করে থাকে সেই সব প্রতিষ্ঠানই বাংলাদেশের পরিসংখ্যানিক তথ্যের উৎস হিসাবে ধরে নেয়া যায়।

পরিসংখ্যান তথ্যের উৎস প্রধানত দু'টি

ক) সরকারী পরিসংখ্যান ও

খ) বেসরকারী পরিসংখ্যান।

সরাকারী পরিসংখ্যান ঃ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে যেসব দপ্তর বা মন্ত্রণালয় পরিসংখ্যানিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে সেই সব প্রকাশিত পরিসংখ্যান হল সরকারী পরিসংখ্যান। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের নাম নিম্নে আলোচনা করা হল:

i) বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো
ii) কৃষি দপ্তর
iii) অর্থ ও পরিকল্পণা মন্ত্রণালয়
iv) শিক্ষা দপ্তর
v) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পণা দপ্তর
vi) বাংলাদেশ ব্যাংক
vii) শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর
viii) যোগাযোগ দপ্তর
ix) প্রতিরক্ষা দপ্তর
x) শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
xi) পরিকল্পণা কমিশন

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো

বাংলাদেশের সরকার ১৯৭৫ সালে "বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো" নামে একটি সংস্থা গঠন করে যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী পরিসংখ্যান কার্য্যক্রম বাস্তবায়ন। এটি অর্থ ও পরিকল্পণা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক বিভাগ হিসাবে পরিসংখ্যানগত তথ্যাবলী সংগ্রহ ও প্রকাশ করে। এছাড়া: আদমশুমারী, কৃষি শুমারী, জাতীয় আয়, মূল্য ব্যবস্থার বিভিন্ন অর্থনৈতিক গবেষনা পরিচালনা করে। বিভিন্ন বিষয়ের মাসিক বুলেটিনসহ বার্ষিক ডাইজেস্ট ও প্রকাশ করে। বাংলাদেশের সরকারী পরিসংখ্যান ব্যবস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যনা ব্যুরোর হাতে কেন্দ্রীভূত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রশাসনিক বিন্যাসটি নিম্নে দেওয়া হল:

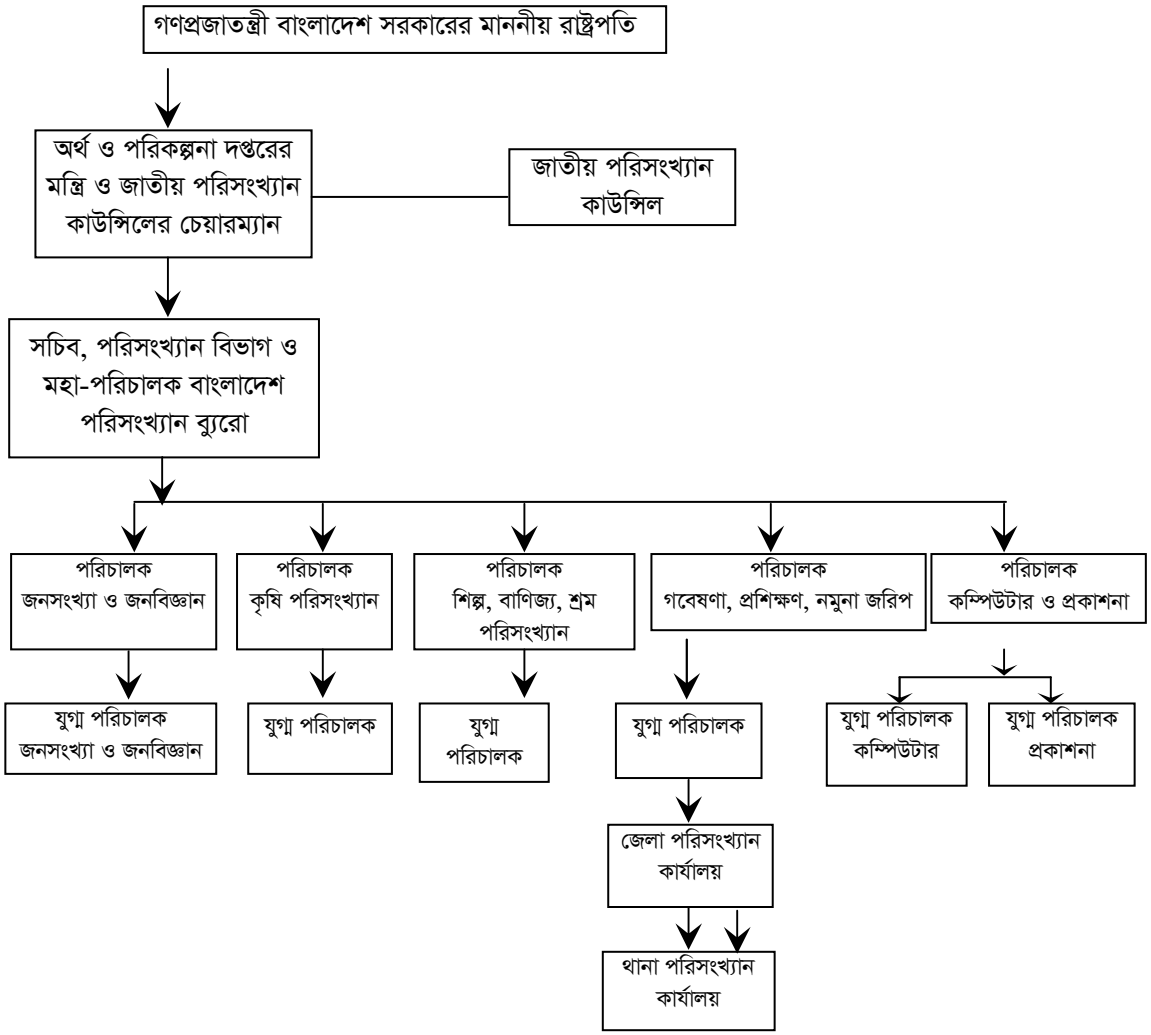

চিত্র: পরিসংখ্যান ব্যুরোর কার্যক্রম

ii) কৃষি দপ্তর: কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন, মূল্য, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে কৃষি দপ্তর। এ ছাড়া কৃষি পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি শুমারী বিভাগ, কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ, পশুপালন বিভাগ, মৎসপালন বিভাগ, বন বিভাগ, কৃষিপন্য বিপনন ও তথ্য কেন্দ্র, কৃষি উন্নয়ণ কর্পোরেশন, কৃষি গবেষণা পরিষদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কৃষি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে থাকে।

iii) অর্থ ও পরিকল্পণা মন্ত্রণালয়: বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনীতি সম্বলিত তথ্য যেমন জাতীয় আয়, মূল্যমান, সরকারী অর্থ ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক, শেয়ার, আয়কর ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে থাকে।

iv) শিক্ষা দপ্তর: শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে শিক্ষা দপ্তর। তাছাড়া শিক্ষা ব্যুরো, বি,আই,ডি,এস, বিশ্ববিদ্যালয় মুঞ্জুরী কমিশন, ব্যানবেইস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বিষয় তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে।

v) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পণা দপ্তর: স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয় বিভিন্ন তথ্য যেমন জন্ম, মৃত্যু, রোগ চিকিৎসা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম ও তার অগ্রগতি ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে।

vi) বাংলাদেশ ব্যাংক: ব্যাঙ্কিং শাখার মুদ্রা ও অর্থসংক্রান্ত যে কোন তথ্য যেমন, মুদ্রামান, সরকারী ঋন, লেনদেন, লেনদেনের ভারসাম্য, ইত্যাদি বিষয়ের বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে। এছাড়া গবেষণা শাখা অর্থনৈতিক নির্ণায়ক সমূহের উপর সাপ্তাহিক বুলেটিন প্রকাশ করে।

vii) শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর: শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনে শিল্প বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ, বহি: সম্পদ বিভাগ, রফতানী উন্নয়ণ ব্যুরো, চা বোর্ড ইত্যাদি বিভাগ সমূহ বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশিত করে।

viii) যোগাযোগ দপ্তর: যোগাযোগ দপ্তরের অধীনে B.R.T.A; BIWTA: রেলওয়ে: শিপিং বিভাগ ইত্যাদি যোগাযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে।

ix) প্রতিরক্ষা দপ্তর: প্রতিরক্ষা বাহিনী সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে।

x) শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়: শ্রম ও জন শক্তি মন্ত্রণালয় জনশক্তি, শ্রমিক ও শ্রমবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে।

xi) পরিকল্পনা কমিশন: পরিকল্পনা কমিশন অর্থনীতি ও অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান তথ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক, দ্বিবার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক ও অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা কমিশন প্রধানত; মাধ্যমিক তথ্য বিশেষ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং গবেষণা পরিচালনা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ বিমান, আবহাওয়া বিভাগ, পর্যটন কর্পোরেশন ইত্যাদি বিভাগ তাদের বিভাগীয় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে। ছাড়া বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন, এশিয়-প্রশান্ত মহা সাগরীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP), কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO), বিশ্ব-ব্যাংক (World Bank), আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (ILO), আর্ন্তজাতিক অর্থ তহবিল (IMF), জাতিসংঘ বাণিজ্য সংস্থা (UNCTAD), UNESCO, জাতি সংঘ পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচী (UNEP), জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNFPA), এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)। এ ছাড়া ও বৈদেশিক সরকার পরিচালিত উন্নয়ণ সংস্থা যেমন, USAID, DANIDA, NORAD প্রভৃতি বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য প্রচুর পরিসংখ্যানিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে।

সারসংক্ষেপ

পরিসংখ্যানের মূল উৎস হল সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিভিন্ন প্রকাশিত তথ্য। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নামে একটি সংস্থা গঠন করে যেখানে সরকারী পরিসংখ্যান কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং প্রতি বছর তথ্য আকারে প্রকাশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৯.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

২। বাংলাদেশ সরকার "বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো" গঠন করেন।

ক. ১৯৯৫ সালে　　খ. ১৯৭৫ সালে

গ. ২০০০ সালে　　ঘ. ১৯৬৫ সালে

১। জাতীয় পরিসংখ্যান কাউন্সিল গঠিত হয়-

ক. ১৯৪৭ সালে　　খ. ১৯৬০ সালে

গ. ১৯৭৭ সালে　　ঘ. ১৯৯০ সালে

৩। পরিসংখানের উৎস কয়টি

ক. ৩টি　　খ. ২টি

গ. ৫টি　　ঘ. ১০টি

সত্য/মিথ্যা নির্ণয়

৪। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রধান কাজ হচ্ছে সরকারী পরিসংখ্যান কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং রিপোর্ট আকারে প্রাকাশ করা।

৫। কৃষিজাত পণ্যের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে কৃষি দপ্তর।

শুন্যস্থান পূরণঃ

৭। শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে _____।

৮। _____ ও _____ মন্ত্রণালয় জনশক্তি শ্রমিক ও শ্রম বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে।

বাক্য/শব্দ মিলানো

৮। UNESCO বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য প্রচুর ৯। যোগাযোগ দপ্তরের অধীনে BRTA. ১০। কৃষি গবেষনা পরিষদ	ক) যোগাযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে। খ) কৃষি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করে গ) পরিসংখ্যানিক তথ্য প্রকাশ করে

পাঠ-৯.২ প্রকাশিত পরিসংখ্যানের শ্রেণী বিভাগ (Classification of published statistics)

ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যান সংগ্রহকারী সংগঠনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কতগুলো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্তে ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষনের সুবিধার্তে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের শ্রেণী বিভাজন প্রয়োজন। বর্তমান পাঠে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি বলতে পারবেন–

- ☞ বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের শ্রেণী বিভাগ;
- ☞ শ্রেণী বিভাগের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

প্রকাশিত পরিসংখ্যানের শ্রেণী বিভাগ

বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যান সমূহের উৎস ও সংগ্রহকারী সংগঠন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। শ্রেণীগুলি নিম্নরূপ:

১। কৃষি পরিসংখ্যান (Agricultural Statistics)
২। মূল্য পরিসংখ্যান (Price Statistics)
৩। জনসংখ্যা পরিসংখ্যান (Demography)
৪। বাণিজ্য পরিসংখ্যান (Business Statistics)
৫। শিল্প পরিসংখ্যান (Industrial Statistics)
৬। শিক্ষা ও সামাজিক পরিসংখ্যান (Educational and social statistics)

১। কৃষি পরিসংখ্যান: কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। কৃষি পরিসংখ্যান, কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে কৃষি সম্পদ, পশু সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস সম্পদ, সার, সেচ ইত্যাদি বিষয়ের পরিসংখ্যানিক তথ্যবলী প্রদান করে। কৃষি পরিসংখ্যান, কৃষি বুলেটিন, পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী, কৃষি বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত æStatistical year book" ও অন্যান্য সমজাতীয় প্রকাশনা প্রকাশ করে। বিশেষভাবে FAO, WFP, ESCAP প্রভৃতি সংস্থাসমূহের প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরিসংখ্যানের গুনগত মানের ও উৎকর্ষতা যাচাইয়ের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই পরিসংখ্যানের যথার্থতা ও সঠিকতার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়।

মূল্য পরিসংখ্যান: মূল্য পরিসংখ্যান বলতে আমরা দেশীয় মুদ্রার পন্য বিনিময় হার বা পণ্য মূল্য সংক্রান্ত তথ্যাদিকে বুঝি। দু'ধরণের মূল্য পরিসংখ্যান রয়েছে।

১। খুচরা মূল্য পরিসংখ্যান: জীবন যাত্রার ব্যয়ের পরিবর্তন নির্দেশ করে।

২। পাইকারী মূল্য পরিসংখ্যান: দ্রব্যমূল্যর গতিশীলতা নির্দেশ করে।

বাংলাদেশে মূল্য টাকার দ্বারা নির্ধারিত করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্য পরিসংখ্যান বুলেটিন প্রকাশ করে। এছাড়া মূল্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিপনন বিভাগ প্রকাশ করে।

বাংলাদেশে প্রকাশিত মূল্য পরিসংখ্যানের পরিমানগত দিক পর্যাপ্ত নয়। বিশেষ করে পাইকারী ও খুচরা মূল্যের পরিসংখ্যান মোটেই সন্তোষজনক নয়।

আর্থিক পরিসংখ্যান: পরিসংখ্যান হল, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাজেট এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রকাশিত নোট সমূহ। জাতীয় আয় বিনিময় হার, মুদ্রার মান, মুদ্রার হিসাব, আয় কর, সুদের হার, মুদ্রার পরিমান, ব্যাংকসমূহের আর্থিক হিসাব ট্রেজারী বিল সরকারী বিভিন্ন খাতের আয়-ব্যায়, বীমা সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি আর্থিক পরিসংখ্যানের অন্তর্গত। এ ছাড়া অর্থ জরিপ রিপোর্ট, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা এবং

বাংলাদেশে আগত বহি:সম্পদের হিসাবও অর্থ পরিসংখ্যানের অর্ন্তভূক্ত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশনা সমূহের মোট জাতীয় ব্যয় এবং জেলাভিত্তিক কৃষি ক্ষেত্রে সংযোজিত উপযোগ অর্থ পরিসংখ্যানে বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভূক্ত থাকে।

জনসংখ্যা পরিসংখ্যান: জনসংখ্যা সংক্রান্ত সকল তথ্য যেমন লোকসংখ্যা, জন্ম, মৃত্যু, জন্ম হার, মৃত্যু হার, জনসংখ্যা বন্টন ব্যবস্থা ইত্যাদি জনসংখ্যা পরিসংখ্যানে অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জনসংখ্যার যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করে। যেমন ১৯৭৪ ও ১৯৮১ সালের আদম শুমারির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পণা বিষয়ক পরিসংখ্যান, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগের জনসংখ্যা পরিসংখ্যানের অংশ হিসাবে পরিগণিত।

বাণিজ্য পরিসংখ্যান: ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি যেমন আমদানী রপ্তানীর হিসাবসহ অভ্যন্তরিন খাত হতে বিক্রয় হিসাব বাণিজ্য পরিসংখ্যানে অর্ন্তগত। জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো আমদানী রফতানী ব্যুরো, পাট বোর্ড, চা বোর্ড, তুলা বোর্ড বাণিজ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে ও প্রকাশ করে, Statistical বুলেটিন ও বাণিজ্য পরিসংখ্যান নামে দু'টি সংকলন বাংলাদেশ জাতীয পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক পরিসংখ্যান বুলেটিন ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের জরিপ রির্পোট প্রকাশ করে। তবে অভ্যন্তরীন বাণিজ্য পরিসংখ্যান প্রকাশনার ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

শিল্প ও শ্রম পরিসংখ্যান: বিভিন্ন শিল্প সম্পদের হিসাব নিকাশ, শ্রমিক সংখ্যা, বিনিয়োগ, বড়-মাঝারী-ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা, মুজুরি উৎপাদন, রপ্তানীর হিসাব, কর্মসংস্থান, বেকারত্ব ইত্যাদির পরিসংখ্যানিক তথ্য শিল্প ও শ্রম পরিসংখ্যানে অর্ন্তভূক্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো Statistical বুলেটিন ও Statistial year book এর মাধ্যমে প্রকাশ করে, এছাড়া শ্রম ডাইরেক্টরেট কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশ লেবার গেজেট" বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম, শ্রমিকের মুজুরি ইত্যাদি সম্পর্কে পরিসংখ্যানিক তথ্য অর্ন্তভূক্ত থাকে। এ পরিসংখ্যানিক তথ্যে অর্ন্তভূক্ত থাকে যে পরিমান বিদ্যুৎ, খনিজ সম্পদ, কর্মসংস্থান পেশা ভিত্তিক জনসংখ্যার তথ্যের হিসাব পাওয়া যায়।

শিক্ষা ও সামাজিক পরিসংখ্যান: শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য যেমন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষিতের হার, অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি শিক্ষা ও সামাজিক পরিসংখ্যানে অন্তর্ভূক্ত। শিক্ষা পরিসংখ্যান শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশ করে। অন্যদিকে সামাজিক পরিসংখ্যান স্বরাষ্ট্র দপ্তর, পুলিশ বিভাগ, পরিসংখ্যান ব্যুরো সম্পাদনা ও প্রকাশ করে। এ পর্যন্ত আলোচিত পরিসংখ্যান তথ্য সমূহের কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তবুও বাংলাদেশের প্রকাশিত বিভিন্ন শ্রেণীর পরিসংখ্যান বাংলাদেশের প্রাথমিক চিত্র সর্বসাধারণের নিকট উপস্থাপন করতে সাহায্য করে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যান সমূহের উৎস, সংগঠন ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে কৃষি, মূল্য, জনসংখ্যা, বাণিজ্য, শিল্প, শ্রম ও শিক্ষা।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৯.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

ক. ৫ টি　　খ. ৭ টি

গ. ১০ টি　　ঘ. ১৫ টি

২। নিচের কোনটি আর্ন্তজাতিক পরিসংখ্যান প্রকাশনা সংস্থা নয়-

ক. FAO　　খ. WHO

গ. WPF　　ঘ. Bangladesh Buro of Statistics

সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন

৩। কৃষি পরিসংখ্যান কৃষি বুলেটিন, পরিসংখ্যান বর্ষ পুঞ্জী, কৃষি বর্ষপুঞ্জি প্রকাশ করে।

৪। পরিসংখ্যানের গুনগত মানের ও উৎকর্ষতা যাচাইয়ের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

শুণ্যস্থান পূরণ করুন

৫। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি _____।

৬। বাংলাদেশের কৃষি পরিসংখ্যান জাতিসংঘের _____ ও _____ প্রকাশনা প্রকাশ করে।

৭। _____ জনসংখ্যার যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করে।

বাক্য/শব্দ মিলানো

৮। বাংলাদেশে প্রকাশিত মূল্য পরিসংখ্যানের	ক) জনসংখ্যা পরিসংখ্যানে অন্তর্ভূক্ত
৯। জনসংখ্যা সম্পর্কিত সকল তথ্য	খ) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম শ্রমিকের মুজুরি ইত্যাদি পরিসংখ্যানিক তথ্য অন্তর্ভূক্ত থাকে
১০। শ্রম ডাইরেক্টরেট কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ লেবার গেজেটে।	গ) পরিসংখ্যানগত দিক পর্যাপ্ত নয়।

পাঠ-৯.৩ প্রকাশিত পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতা (Limitation of published statistics)

ভূমিকা

বাংলাদেশে পরিসংখ্যানিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি সমূহের নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে সরকারী পরিসংখ্যান সংগ্রহের কাজের সাথে নিয়োজিত ব্যাক্তিদের কাজে যথেষ্ঠ আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। তাছাড়া উপযুক্ত দক্ষতারও অভাব রয়েছে।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি বলতে পারবেন–

- ☞ প্রকাশিত পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতা কি;
- ☞ কিভাবে সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় করা যায়;
- ☞ পরিসংখ্যান নির্ণয়ে পদ্ধতিগত কোন ত্রুটি আছে কি না।

বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানিক তথ্যের অবস্থা: বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অধিকাংশই প্রশাসনিক, ব্যবসার দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজ কর্মের উপজাত হিসাবে সংগৃহীত। তাই সরকারী পরিসংখ্যানের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি সমূহের নির্ভরযোগ্যতা যথার্থতা ও পর্যাপ্ততার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তথ্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষনের যে সব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেগুলির যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি না হলে নির্ভরযোগ্যতার সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে। তথ্য সংগ্রহের বিপুল ব্যায়ভারের কারণে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য ও প্রকাশিত তথ্যের পরিমান খুবই কম। তাই সরকারী তথ্যের উপর বেশী নির্ভর করতে হয়। এছাড়া প্রকাশিত তথ্য অনেক দেরিতে প্রকাশ পায় বিধায় উক্ত তথ্য প্রয়োজনে অনেক সময় কাজে লাগে না। তাই উৎকর্ষতা বিচারের ক্ষেত্রে আমরা সরকারী আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান সমূহকেই বিচার করি।

উৎকর্ষতা বৃদ্ধি

প্রকাশিত পরিসংখ্যানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রকাশের কাজে নিয়োজিত বা জড়িত প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মতৎপরতা দক্ষতা ও প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন দফতর বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিসংখ্যান কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করতে হবে। তথ্য সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ পরিসংখ্যানের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও উহার পদ্ধতির যথার্থতা বিচার করার জন্য অধিক প্রতিষ্ঠান ও গবেষনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। দক্ষ পরিসংখ্যানবিদ তৈরির মাধ্যমে সঠিক তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে তার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। এছাড়া সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ রিপোর্ট প্রকাশ বিলম্বিত হওয়া দূর করতে হবে। তাহলেই প্রকাশিত পরিসংখ্যানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ প্রকাশিত পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশ প্রকাশিত পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতা নিম্নে দেওয়া হল:

১। তথ্যের বিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা: পরিসংখ্যান তথ্যের বিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার মাত্রা সম্পর্কে প্রায়ই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যে প্রতিষ্ঠান তথ্য সংগ্রহ করে উহার উপর নির্ভরযোগ্যতা থাকে না কারণ সর্বত্র দেখা যায় অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ লোক দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অন্যদিকে যে তথ্য সংগ্রহের সময় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য স্থানে না যেয়েই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেই ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তবে কোন কোন সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যেমন; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনসমষ্টি নিয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তা নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য।

তথ্য সংগ্রহের প্রতিকুলতা: বিভিন্ন পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিকুলতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাবের কারণে প্রতিকুলতার সৃষ্টি হয়। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কারনেও প্রতিকুলতার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারলে এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারলেই প্রকাশিত পরিসংখ্যানের গুনগত উৎকর্ষ, বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো সম্ভব।

তথ্যের কার্যক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা: বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যান তথ্যের কার্যক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ। প্রশাসনিক কাজের মাধ্যমে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয় সেই সব ক্ষেত্রে এ সব জটিলতার সৃষ্টি হয়। যেহেতু সমস্ত তথ্য প্রাথমিকভাবে প্রশাসনিক প্রয়োজনে সংগৃহীত হয় সেহেতু এ সব তথ্যের কার্যক্ষেত্র খুবই সীমিত। তাই তথ্যের কার্যক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতার কারণে এ সব তথ্য পুনঃ বিশ্লেষনের জন্য অনুপযোগী।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অভাব

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে পরিসংখ্যানবিদদের অজ্ঞতা নয় বরং তথ্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অবহেলাই মুলত দায়ী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরিসংখ্যান এককের সংজ্ঞা নির্ধারণ, শ্রেণী বিভাগ, তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য পরিসংখ্যানের প্রমিত করণের অভাব।

তথ্যের অসম্পূর্ন উপস্থাপন

বাংলাদেশে অধিকাংশ প্রকাশিত পরিসংখ্যান অসম্পূর্ণভাবে উপস্থাপণ করা হয়। ফলে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্য, তাৎপর্য, কার্যক্ষেত্র তথ্য সংগ্রহ এবং সম্পাদনার ব্যবহৃত প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যায় না। তাই রিপোর্টে সন্নিবেশিত তথ্যের বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ, গবেষনা প্রতিষ্ঠান সমূহ দ্বারা প্রকাশিত রিপোর্ট সমূহের ত্রুটি খুব কম দেখা যায়।

পরিসংখ্যানের রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্ব

পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহনের উদ্দ্যেশ্যে পরিসংখ্যান তথ্য সংগৃহীত হয় কিন্তু পরিসংখ্যান রিপোর্ট দেরিতে প্রকাশিত হওয়ায় উহার প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রচুর ব্যঘাত হয়। তথ্য প্রকাশনায় কিছু বিলম্ব হতে পারে তবে বিলম্বের মাত্রা যদি খুব বেশী হয় তখন তা অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

পরিশেষে বলা যায় বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যান সমূহের প্রধান ত্রুটিগুলির পরিহার করতে হলে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষনের কাজে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার এবং দক্ষ পরিসংখ্যানবিদ নিয়োগের মাধ্যমে করতে হবে। সে ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনের বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে প্রকাশিত অধিকাংশ তথ্যমালা প্রশাসনিক, ব্যবসার দৈনন্দিন কাজ কর্মের উপজাত হিসাবে সংগৃহীত। তাই তথ্যের বিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার মাত্রা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। পরিসংখ্যান নির্ভূল হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনের বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৯.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য।

ক. পত্রিকা
খ. যে কোন প্রকাশিত পুস্তিকা
গ. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
ঘ. বুলেটিন

সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন

২। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারলে পরিসংখ্যানের গুনগত উৎকর্ষ, বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে।

৩। প্রকাশিত তথ্য দেরিতে প্রকাশিত হলেও তথ্য সব সময়ই কাজে লাগে।

শুন্যস্থান পূরণ করুন

৪। _____ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় না।

৫। উৎকর্ষতা বিচারের ক্ষেত্রে _____ প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান সমূহকে বিচার করা হয়।

৬। পরিসংখ্যান _____ ও _____ ক্ষেত্রে অনেক প্রতিকুলতা পরিলক্ষিত হয়।

বাক্য/শব্দ মিলানো

৭। নির্ভুল তথ্যের জন্য সরকারী তথ্যের উপর	ক) রিপোর্ট প্রকাশে ‘বিলম্ব দূর করতে হবে।
৮। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ	খ) পরিসংখ্যান তথ্য সংগৃহীত হয়
৯। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে	গ) নির্ভর করতে হয়।

পাঠ-৯.৪ বাংলাদেশের সর্বশেষ আদম শুমারী ও জরিপ (Last Census and Survey of Bangladesh)

ভূমিকা

আদম শুমারী বলতে কোন একটি দেশের বা স্থানের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সকল ব্যক্তির আর্থিক ও সামাজিক তথ্যাদির সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশনার সামগ্রীক প্রক্রিয়া বুঝায়। শুমারীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শুধু মাত্র জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্যে নমুনা জরীপ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি বলতে পারবেন–

- ☞ শুমারীর সংজ্ঞা কি;
- ☞ আদম শুমারীর গণনার বৈশিষ্ট্য;
- ☞ শুমারী তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি;
- ☞ বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের জাতীয় শুমারী গণনা পদ্ধতি।

বাংলাদেশের সর্বশেষ আদম শুমারী ও জরিপ পদ্ধতি

আদমশুমারী: আদম শুমারীর আক্ষরিক অর্থে জনগণ এবং গণনা এ দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। আদম শুমারীকে এভাবে বলা যায়- "একটি নির্দিষ্ট সীমানাযুক্ত দেশের বা এলাকার সকল মানুষের জনতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন, প্রকাশ ও সাজানো সম্পর্কিত সামগ্রিক প্রক্রিয়া। সহজভাবে বলা যায় আদম শুমারী হল নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, পেশাগত জন্ম মৃত্যু যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ-প্রকাশনাকরন পদ্ধতি। আদম শুমারী কার্যক্রম বিশ্বে বর্তমানে ১০ বৎসর অন্তর গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের বৎসর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের আদম শুমারী ১৯৭৪ সালে সম্পাদন করা হয় এবং পরবর্তী ১৯৮১ সালে আদম শুমারী কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

আদম শুমারীর গণনার বৈশিষ্ট্য:

বাংলাদেশের আদম শুমারী হয় কার্যত পদ্ধতি অনুসারে। কোন লোককে তার স্বাভাবিক বাসস্থান ভিত্তিক গণনা করা হয় বলে ঐ গণনা পদ্ধতি হল ন্যায় পদ্ধতি। আদম শুমারী গণনার বৈশিষ্ট্য গুলো নিম্নে দেওয়া হল:

১। আদম শুমারী গণনা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথ্য প্রদান করে। এ ছাড়া কোন জাতির নির্দিষ্ট সময়ে জনগনের বয়স, পেশা, লিঙ্গ, স্থানান্তর ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য প্রদান করে।
২। শুমারী কার্যক্রম প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করে।
৩। সংগৃহীত তথ্য পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণ শেষে শুমারী তথ্য প্রকাশ করে।
৪। তথ্য সংগ্রহের পর পরিসংখ্যানিকভাবে যাচাই করে শুমারী তথ্য প্রকাশ করা যায়।

শুমারী তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

শুমারী কার্যক্রমের তথ্য দু'টি পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা যায়-

১। **সরাসরি পদ্ধতি:** এ পদ্ধতিতে গণনাকারী ব্যক্তির সামনে সরাসরি হাজির হয়ে তাঁর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে।
২। **পরোক্ষ পদ্ধতি:** এ পদ্ধতিতে গণনাকারী ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে। এ ছাড়া শুমারী তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকৃত গণনা পদ্ধতি ও বৈধ গণনা পদ্ধতি নামে দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশের জাতীয় শুমারী গণনা পদ্ধতি: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে ১০ বৎসর পর পর আদম শুমারী কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে আদম শুমারী গণনা সম্ভব হয়নি তবে ১৯৭৪ সালের ১লা মার্চে ১৯৭১ সালের শুমারী কার্য সম্পণ্ন করা হয়। তার পর ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে এবং ১৯৯১ সালের ১২-১৫ ই মার্চ বাংলাদেশে আদম শুমারী কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। ২০০১ সালে সর্বশেষ আদম শুমারী করা হয় যার বিস্তারিত রিপোর্ট এখনও বের হয়নি। কেন্দ্রীয় ও বিকেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় তথ্য ভান্ডার তৈরি করাই ছিল শুমারীর প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯৯১ সালের শুমারী তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়-

১ম পর্যায়ে: প্রধান শুমারী OMR প্রশ্ন পত্র ব্যবহার করে দেশের সকল জনগণের মৌলিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা।

২য় পর্যায়ে: নমুনা জরীপের মাধ্যমে প্রধান শুমারীর কভারেজ ও জনগণের মান যাচাই করা।

৩য় পর্যায়ে: নমুনা জরীপের মাধ্যমে বাছাইকৃত এলাকার বিস্তারিত আর্থ সামাজিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা শুমারী হতে পুনরাবৃত্তিতে ও বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রনের জন্য ১৯৮৭ সাল থেকে শুমারীর পূর্বনাগাদ সারা দেশে মাপের মাধ্যমে ২০৮৫৩৮ টি গণনা এলাকা এবং ৩৯,৭১২ টি সুপারভাইজ এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। প্রশ্ন পত্র ও কিছু বাস্তব বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য তথ্য ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। প্রশ্নপত্রের উপযুক্ততা ও সন্নিবেশ ও উত্তর দাতাদের প্রতিক্রিয়া যাচাইয়ের জন্য প্রি-টেষ্ট অনুষ্ঠিত হয়। শুমারী সঠিকভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটি পাইলট শুমারীও অনুষ্ঠিত হয়। শুমারীর কাজে স্থানীয় সরকার ও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে শুমারী কমিটি করা হয় ও স্থানীয় শিক্ষিত যুবকদের গণনাকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুমারী তথ্য প্রক্রিয়া করণের সুবিধার্থে G.D কোড পদ্ধতি নবায়ন করা হয়েছে। যথাযথ শুমারী রিপোর্ট প্রণয়নের সুবিধার্থে OMR ও কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

আদম শুমারী বলতে কোন একটি দেশের বা স্থানের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সকল ব্যক্তির আর্থিক ও সামাজিক তথ্যাদির সংগ্রহকে বুঝায়। শুমারীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নমুনা জরিপ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৯.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে প্রথম কত সালে আদম শুমারীর কাজ সম্পাদন করা হয়

ক. ১৯৭০ সালে　　খ. ১৯৭৪ সালে

গ. ১৯৭৬ সালে　　ঘ. ১৯৮০ সালে

সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন

৩। শুমারী কার্যক্রম প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়।

৪। প্রধান শুমারী OMR প্রশ্ন পত্র ব্যবহার করে দেশের সকল জনগণের মৌলিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে।

শুণ্যস্থান পূরণ করুন

৫। আদম শুমারীর অর্থ _____ এবং _____ এ দুইটি শব্দ সমন্বয়ে গঠিত।

৬। আদম শুমারী গণনা দেশের _____, _____, _____ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

বাক্য/শব্দ মিলানো

৭। নমুনা জরীপের মাধ্যমে আদম শুমারী	ক) সুবিধার্থে G.D কোড পদ্ধতি নবায়ন করা হয়েছে।
৮। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুমারী তথ্য প্রক্রিয়া করনের	খ) শুধুমাত্র একটি অংশ পর্যবেক্ষন করে।
৯। নমুনা জরিপে সমগ্রকের সমস্ত একক পর্যবেক্ষন না করে	গ) কভারেজ ও জনগণের মান যাচাই করে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-৯

১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান তথ্যের উৎসগুলি লিখুন।
২। বাংলাদেশ "পরিসংখ্যান ব্যুরোর" কার্যক্রমগুলি লিখুন।
৩। প্রকাশিত পরিসংখ্যানের শ্রেণী বিভাগসহ আলোচনা করুন।
৪। বাংলাদেশে প্রকাশিত তথ্যের উৎকর্ষতা আলোচনা করুন এবং উন্নতি কল্পে সুপারিশ করুন।
৫। আদম শুমারীর সংজ্ঞা লিখুন। আদম শুমারির গণনার বৈশিষ্ট্যসহ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৬। শুমারী ও নমুনা জরীপের মধ্যে পার্থখ্যগুলি লিখুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আহমেদ, শ: আধুনিক পরিসংখ্যান।

ভূঞা, কে.সি. ও মতিন, এম.এ: মৌলিক পরিসংখ্যান, সাহিত্য প্রকাশনী।

কেশব চন্দ্র ভূঁঞা; নমুনায়ন পদ্ধতি এবং এর প্রয়োগ (১, ২) বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

কেশব চন্দ্র ভূঁঞা; নির্ভরণ বিশ্লেষন বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মিয়া, ম. আ. ও মিয়ান, ম. আ. : পরিসংখ্যান পরিচিতি। আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৮৫।

টি. এইচ ওনাকট, আ:জে, ও নাকট; পরিসংখ্যান পরিচিতি

অনুবাদক: মতিউর রহমান বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৮৯।

রাজকুমার সেন; সংখ্যাতত্ত্ব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯৮৬

Bailey, Ti J.: Statistical Methods in Biology (3rd E.D) Cambridge University press.

Bhat. B.R.: Modern Probability Theory. 1981.

Brunk, H.: An Introduction to Mathematical Statistics. Girnl Co., Boston 1980.

Chow, Y.S.: Probability Theory, 1979.

Cochran, M.G. & Cox, M.G.: Experimental Design, New Youk, Wiley (1957).

Carmer, H.: Mathematical Methods of Statistics, Princhton University press.

Vikas publishing house pvt Itd 1973.

Eason, G.: Mathemitics and Statistics for Bio-Science, 1980.

Euglewood Cliff N.J.: General Statistics, Prentice-Hall Inc. 1967.

Fisher, r.A.: Statistical Methods, Experimental Design and Scientific inference, Oxford University Press (1990).

Coulden, C.H.: Methods of Statistical Analysis, Modern Asia Edition John Wiley and Sons. Inc. 1952.

Gupta, S.C. & Kapooer, V.K.: Fundamcatals of Mathematical Statistics. Sultan Chand and Sons, Delhi, India.

Gupta, S.C: Statistical Methods Sultan Chand and Sons, Delhi, India.

Guilford, J.P. & Fruchter, B.: Fundamental Statistics in Psychology and Education, New York, McGraw-Hill (1973).

Harnett, D.L.: Introductory Statistical Analysis 2nd edition 1980.

Horton, R.L.: The General Linear Model, New York, McGraw, Hill, International (1978).

Kendall, M.G and Stuart, A. The Advanced Theory of Statisties, Vol. 1, 2 and 3 charles, Griffin and Co. Ltd.

Mood, A.M and Graybill, F.A: An Introduction to the Theory of Statistics. McGrow-Hill Bood Com. 2nd edition, 1963.

Mostafa, M. G.: Methods of Statistics.

Peers, S.I.: Statistical Analysis for Educational and Psychology Researcher. The Falmer press, London.

Williams, E.J.: Regression Analysis, Jhon Wiley and sons Inc. 1954.

Winner, B.J.: Statistical Principles in Experimental Desing (2nd E.D.), New York, McGraw Hill (1971).

C.B Gupta, Gupta; An Introduction to statistical Methods.